তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৮৬

জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা

অধ্যাপক মমতাজ বেগমের মৃত্যুতে শিল্পমন্ত্রী ও তথ্য প্রতিমন্ত্রীর শোক

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

 মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, সাবেক সংসদ সদস্য , বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক মমতাজ বেগমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন।

 আজ এক শোকবাণীতে শিল্পমন্ত্রী বলেন, এই মহীয়সী নারী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি তৈরি এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের ভিতরে থেকে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা অর্জনের পথ সুগম করতে অসামান্য অবদান রেখেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী জাতি গঠন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে নারীর অংশগ্রহণ জোরদারে তাঁর অসাধারণ ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের কথা বাঙালি জাতি চিরকাল গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ রাখবে।

 শিল্পমন্ত্রী মুরাদ হাসান মরহুমার রুহের মাগফিরাত এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 পৃথক শোকবার্তায় তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান মরহুমার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন।

#

জলিল/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২২০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৮৫

**বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আইইডিসিআরকে ২৫ হাজার কিট হস্তান্তর**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের রোগতত্ত¦ , রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)কে ২৫ হাজার করোনা ভাইরাস সনাক্তের কিট গত ১৪ মে হস্তান্তর করা হয়েছে। আইইডিসিআর-এর সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার ডাঃ শারমিন সুলতানা এ কিটগুলো গ্রহণ করেছেন।

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, গত মার্চ মাস থেকে এ পর্যন্ত ফ্রন্ট লাইনে যারা সেবা দিচ্ছেন এমন সদস্য ডাক্তার, নার্স, পুলিশকে সারা দেশে ৪০ হাজার পার্সোনাল প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট (পিপিই) দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ও বাংলাদেশের জনগণকে এ ধরনের আরো সহযোগিতা করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

#

আসলাম/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৮৪

**অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে শহর-গ্রামের বৈষম্য দূর হবে**

 **- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, করোনা পরিস্থিতি পরবর্তী পৃথিবী আইটি ফ্রিল্যান্সারদের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, করোনার কারণে আমাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হাওয়ায়, অনলাইন ক্লাসই আমাদের ভবিষ্যৎ। আর করোনা অনলাইন শিক্ষায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। বিরাজমান অবস্থায় অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে শহর-গ্রামের বৈষম্য দূর হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

 প্রতিমন্ত্রী আজ জুম অনলাইন প্লাটফর্মে আইসিটি বিভাগের অধীন লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছিলেন। ফ্রিল্যান্সিংই ভবিষ্যৎ উল্লেখ করে পলক বলেন, দেশের ৭০ শতাংশ তরুণের আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে অনলাইনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করলো আইসিটি বিভাগের লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রকল্প।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনা এবং আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ এর পরামর্শে বাস্তবধর্মী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। দেশজুড়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে উচ্চগতির ইন্টারনেট এবং পেমেন্ট গেটওয়ে অবকাঠামো তৈরির ফলেই এখন আমরা ঘরে বসেই দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মতো ফ্রিল্যান্সার প্রশিক্ষণের কার্যক্রম অনলাইনে শুরু করা সম্ভব হয়েছে।

 প্রযুক্তি জ্ঞানকে উন্মুক্ত করেছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রকল্পের অধীনে এসএসসি ও এইচএসসি পাশের পরও তরুণদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের আত্মকর্মসংস্থান করে দিতেই এই উদ্যোগ করোনাতেও চলমান রাখা গেছে।

 উল্লেখ্য, অনলাইনেই প্রশিক্ষণ নিতে ১ লাখ ৮৫ হাজার শিক্ষার্থী নিবন্ধন করে। তবে পিসি ও উচ্চগতির নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে এমন ১৫টি ভাগে ভাগ করে দেশের ৪৯২ লোকেশনে ৪০ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে পর্যাযক্রমে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এজন্য ৩৯টি আইটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ১৫টি জেলায় ওয়েব, গ্রাফিক্স ও ডিজিটাল মার্কেটিং ৩ টি কোর্সের ওপর ২০০ ঘণ্টার এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

 আইসিটি সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ আখতার মামুন ছাড়াও প্রশিক্ষণ উপকরণ পরিকল্পনাকারী শফিউল আলম বক্তব্য রাখেন।

#

শহিদুল/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৮৩

**ত্রাণে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলর বরখাস্ত**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

 মানবিক সহায়তা কার্যক্রম (ওএমএস) তালিকায় সচ্ছল পরিবারের সদস্য ও নিজের আত্মীয়-স্বজন-সহ ১৫ জনের নাম অন্তর্ভুক্ত করে স্বজন প্রীতি ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অভিযোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোঃ মাকবুল হোসাইনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে আজ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

 এ নিয়মে মোট ৫৬ জন জনপ্রতিনিধিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। তাদের মধ্যে ২০ জন ইউপি চেয়ারম্যান, ৩৩ জন ইউপি সদস্য, ১ জন জেলা পরিষদ সদস্য এবং ২ জন পৌরসভার কাউন্সিলর।

 আজ সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার কাউন্সিলর মোঃ মাকবুল হোসাইনের বিরুদ্ধে করোনা ভাইরাস (কোভিড ১৯) সংক্রমণের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র/নিম্নআয়ের মানুষের মধ্যে বিশেষ ওএমএস কার্যক্রম এর আওতায় ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিতরণে অনিয়ম করে একটি সচ্ছল পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়-স্বজন-সহ ১৫ ব্যক্তির নাম ওএমএস তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

 তার এরূপ অপরাধমূলক কার্যক্রম পৌরপরিষদসহ জনস্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী তাকে কাউন্সিলর পদ থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।

 একইসময় কারণ দর্শানো নোটিশে কেন চূড়ান্তভাবে তার পদ থেকে অপসারণ করা হবে না তার জবাব পত্র প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

#

হাসান/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৮২

**যুবসমাজের প্রতি স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালনের আহ্বান শিল্প প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

 করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে জীবাণুনাশক ছিটিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে যুবসমাজের প্রতি স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি বলেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শুধু করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ হতে রক্ষা করবে না, বরং এটি ডেঙ্গুর বিস্তার প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

 শিল্প প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর মিরপুর ১১ নম্বর এলাকায় নিজ উদ্যোগে জীবাণুনাশক পানি ছিটানো কার্যক্রম পরিচালনাকালে একথা বলেন।

 করোনা পরিস্থিতি হতে উত্তরণে জনসচেতনতার কোন বিকল্প নেই উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, সকলকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। প্রতিমন্ত্রী এ সময় স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

 মন্ত্রী আরো বলেন, প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এসকল নির্দেশনার আলোকে সরকার কাজ করছে। ৩১ দফা নির্দেশনা অনুসরণ করে সকলে যার যার দায়িত্ব পালন করলে করোনা পরিস্থিতি হতে দ্রুত উত্তরণ পাওয়া যাবে বলে শিল্প প্রতিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

 স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই জীবাণুনাশক পানি ছিটানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

 পরে শিল্প প্রতিমন্ত্রী মিরপুরের পশ্চিম সেনপাড়ায় বাইতুল আতিক জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে ইফতার বিতরণ করেন।

#

মাসুম/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৮১

**ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’ সম্পর্কিত বিশেষ প্রতিবেদন**

**সমুদ্রবন্দরসমূহে ৪ নম¦র স্থানীয় হুঁশিয়ারী সংকেত**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

 দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় ’আম্পান’ কার্যত একই এলাকায় (১১৮০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬০০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) স্থির থেকে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। এটি আজ বিকাল ৩ টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ১৩২৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ১২৬০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিমে, মংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ১২৫০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে ১২৩০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছিল। এটি আরও ঘণীভূত হয়ে উত্তর/ উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে।

 ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রেরিত এ তথ্য জানা যায়।

 প্রবল ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৬৪ কিঃ মিঃ এর মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কিঃ মিঃ যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ১১৭ কিঃ মিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রবল ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় সাগর খুবই বিক্ষুব্ধ রয়েছে।

 চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে ০৪ (চার) নম্বর (পুনঃ) ০৪ (চার) নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারী সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

 উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে যাতে স্বল্প সময়ের নোটিশে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারে। সেই সাথে তাদেরকে গভীর সাগরে বিচরণ না করতে বলা হয়েছে।

 ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’ এর কারণে বাংলাদেশের সমূদ্র বন্দরসমূহের জন্য ০৪ (চার) নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারী সংকেত প্রদান করায় আজ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) বাস্তবায়ন বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান এবং সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ শাহ্ কামাল ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে উপকুলীয় বিভাগসমূহের বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিমন্ত্রী এবং সিনিয়র সচিব ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’ মোকাবিলায় বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

 ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’ এর কারণে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে গতকাল এনডিআরসিসিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর পরিচালক-সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় সম্ভাব্য কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা হয়।

 ‘বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক ঘূর্ণিঝড়ের বিজ্ঞপ্তি জারীর প্রেক্ষিতে ‘দুর্যোগ সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলী’ অনুসরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক অনুরোধ করা হয়েছে।

#

তাসমীন/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৮০

**বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় অবৈধ মৎস্য আহরণ যেকোন মূল্যে বন্ধ করতে হবে**

 **-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, ‘বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন সকল প্রকার নৌযান কর্তৃক সকল প্রকার মৎস্য ও ক্রাস্টাশিয়ান্স (চিংড়ি, লবস্টার, কাটল ফিস প্রভৃতি) আহরণ নিষিদ্ধ। এ সময় বিদেশি বা দেশি মৎস্য আহরণকারীদের অবৈধ মৎস্য আহরণ যেকোন মূল্যে বন্ধ করতে হবে। দেশের অর্থনীতির জন্য, মানুষের পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য এটা করতে হবে।’

 আজ ঢাকায় সচিবালয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সমুদ্রে ৬৫দিন মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকাল কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে আয়োজিত অনলাইন সভায় সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা জানান।

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদ, অতিরিক্ত সচিব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, যুগ্ম সচিব মোঃ তৌফিকুল আরিফ সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পুলিশ ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের প্রতিনিধি, নৌ-পুলিশের ডিআইজি, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস্ আফরোজ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও খুলনার বিভাগীয় কমিশনারগণ, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম-এর পরিচালক, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, ভোলা, পটুয়াখালী, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার জেলা প্রশাসকগণ ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ এবং মেরিন হোয়াইট ফিশ ট্রলার ওনার অ্যাসোসিয়েশন, সামুদ্রিক মৎস্য আহরণকারী বোট মালিক সমিতি, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ অ্যাসোসিয়েশন, জাতীয় মৎস্যজীবী সমিতির প্রতিনিধিগণ সভায় অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন।

 মন্ত্রী বলেন, ‘পুষ্টির অভাব দূর করতে হলে মাছের চাষ বৃদ্ধি করা খুবই দরকার। প্রধানমন্ত্রী সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন, মাছের যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আমরা অর্জন করেছি, এর পরিসরকে আরো বাড়াতে হবে। যাতে বিদেশে মাছ রপ্তানি করে গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। ধানের বাম্পার ফলনের পাশাপাশি মাছ, মাংস, দুধ, ডিমের ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করতে না পারলে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও সংকট থেকে যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, যেনো কোনভাবেই উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত না হয়।’

 মন্ত্রী আরো বলেন, ‘সমুদ্রে মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন মৎস্য আহরণে বিরত থাকা জেলেদের আমরা মাসিক ৪০ কেজি হারে খাদ্য সহায়তা দিচ্ছি। করোনা পরিস্থিতিতে এটা বণ্টন করা জটিল কাজ। এ কাজে সম্পৃক্ত জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মৎস্যজীবীদের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির খাতটি অনেক উন্নতি ঘটেছে। খাদ্য সহায়তায় পরিবহন খরচ ছিলো না। পরিবহন খরচ সরকারের পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে পৌঁছানো হবে।’

 অনলাইন সভায় সংযুক্তদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, ‘মাছকে বেড়ে উঠতে দেয়া এবং মাছকে অবৈধভাবে আহরণ করতে না দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত আমরা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে চাই। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট ও পরিষ্কারভাবে বলবো, আপনারা কঠোর অবস্থান নেবেন। কাউকে আইনের বাইরে কোন কিছু করতে দেবেন না। সেক্ষেত্রে যেকোন চাপ আমরা মোকাবিলা করবো।’

 সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোন গাফিলতি মানা হবে না উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, ‘দায়িত্ব পালনে কোন শৈথিল্য দেখা গেলে রাষ্ট্রের নিয়ম অনুসরণের স্বার্থে সেটাকে কঠোরভাবে গ্রহণ করা হবে। কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।’

#

ইফতেখার/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৭৯

**নতুন পাঁচ হাজার টেকনোলজিস্ট নিয়োগ দেয়া হবে**

 **-স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে):

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, মাত্র ১০ দিনের মধ্যে ২ হাজার চিকিৎসক ও ৫ হাজার নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। চিকিৎসা খাতকে আরো শক্তিশালী করতে আরো নতুন অন্তত ৫ হাজার মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের কাজ চলমান রয়েছে। খুব দ্রুতই এই টেকনোলজিস্টদের নিয়োগ দেয়া হবে।

 আজ রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে করোনা মোকাবিলায় ২ হাজার বেডের অস্থায়ী হাসপাতাল কেন্দ্র উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন।

 বসুন্ধরা করোনা ডেডিকেটেড অস্থায়ী হাসপাতালটিকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কভিড হাসপাতাল উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো বলেন, মাত্র ২০ দিনের মধ্যে এই হাসপাতালটি (বসুন্ধরা অস্থায়ী কভিড হাসপাতাল) সরকার প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে। এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল। এখানে অত্যাধুনিক মোট ২ হাজার ১৩টি আইসোলেটেড শয্যা রয়েছে যার মধ্যে ৭১ টির সাথে অক্সিজেন সিলিন্ডার যুক্ত করা রয়েছে। এছাড়া এখানে আরো অন্তত ৪০০ টি পোর্টেবল অক্সিজেন সিলিন্ডার রয়েছে। আইসিইউ ব্যবস্থা-সহ এই হাসপাতালটি উন্নত দেশের কভিড অস্থায়ী হাসপাতালের থেকে কোন অংশেই পিছিয়ে নেই।

 একই সাথে, করোনা মোকাবিলায় দেশে এখন প্লাজমা থেরাপির কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি আমেরিকার উৎপাদিত ঔষধ রেমডেসিভির এখন দেশেই তৈরি হচ্ছে এবং সরকারের নিকট এই ঔষধ মজুত করা হচ্ছে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এছাড়া নন কোভিড হাসপাতালে সাধারণ রোগীদের বাধ্যতামূলক চিকিৎসার জন্য সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালকে চিঠি দেয়া হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী। এক্ষেত্রে মানুষ যেন করোনার লক্ষ¥ণ থাকলে তার তথ্য গোপন না করেন সে ব্যাপারেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী সকলের নিকট অনুরোধ করেন।

 লক ডাউন শিথিল করা প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক জানান, সরকার প্রথম থেকেই একটি সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনায় কাজ করেছে। যখন লক ডাউন জরুরি ছিল তখনই লক ডাউন করা হয়েছে, যখন শিথিল করা প্রয়োজন তখন স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা সাপেক্ষে শিথিল করা হয়েছে। সবদিক বিবেচনা করে সরকার যা কিছু করছে তা ভেবেচিন্তেই করছে। মানুষ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারলে করোনা মোকাবিলার পাশাপাশি দেশ অর্থনৈতিকভাবে বড় ধরনের ক্ষতি থেকে রেহাই পাবে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার সময়োপযোগী সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

 স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব আসাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান,স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) সিরাজুল ইসলাম, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকার সম্পাদক নঈম নিজামসহ অন্যান্য কর্মকর্তা।

#

মাইদুল/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৭৭৮

কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় আজ পর্যন্ত ১ লাখ ৬২ হাজার ৮১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৯১ কোটি ৪৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে । ‌

 রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ১ হাজার ২৭৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২২ হাজার ২৬৮ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ জন-সহ এ পর্যন্ত ৩২৮ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৮ হাজার ১১৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

 এখন পর্যন্ত সর্বমোট ২২ লাখ ১৭ হাজার ৩৩৯টি পিপিই সংগ্রহ করা হয়েছে, তার মধ্যে গতকাল পর্যন্ত মোট বিতরণ করা হয়েছে ১৮ লাখ ৭২ হাজার ৬৬টি এবং মজুত আছে ৩ লাখ ৪**৫** হাজার ২৭৩টি।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬১৭টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ১৬৫ জনকে।

 **আশকোনা হজ ক্যাম্পে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় ৪০০ জন এবং BRAC Learning Center এ ৬০০ জন, উত্তরা দিয়াবাড়ীতে ১২০০ জন, সাভারের BPATC তে ৩০০ জন এবং যশোর গাজীর দরগা মাদ্রাসায় ৫৫৩ জনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে আশকোনা হজ ক্যাম্পে মোট ১০১ জন, BRAC Learning Center এ ৩ জন এবং যশোর গাজীর দরগা মাদ্রাসায় ২৬১ জন কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ।**

#

Zvmgxb/cvkv/mÄxe/Rqbyj/2020/1900NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৭৭

**ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলায় সরকারের প্রস্তুতি রয়েছে**

 **- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা: মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলায় সরকারের প্রস্তুতি রয়েছে। উপকূলীয় জেলাসমূহের সাইক্লোন শেল্টারসমূহ প্রস্তুত রাখার জন্য ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় তাঁর মন্ত্রণালয়ে সভাকক্ষে আয়োজিত ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলায় সরকারের প্রস্তুতি বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ শাহ কামাল উপস্থিত ছিলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, আবহাওয়া অধিদপ্তরের পর্যালোচনা অনুযায়ী যদি ঘূর্ণিঝড় আম্পান তার গতি ও দিক পরিবর্তন না করে তাহলে আগামী ১৯ মে দিবাগত রাতে বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাসমূহ আঘাত হানতে পারে। উপস্থিত সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আশ্রয় কেন্দ্রসমূহে যেন মানুষজনকে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যায় সে লক্ষ্যে এবার আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে উপকূলীয় জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকগণকে ইতিমধ্যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থানকালে যাতে খাবারের অভাব না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় শুকনো খাবার এবং গো-খাদ্যের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনে আরো বরাদ্দ দেয়া হবে। দুর্যোগকালীন বিদ্যুৎ না থাকলে তার বিকল্প ব্যবস্থা করে রাখার জন্য জেলা প্রশাসনসমূহকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

 এর পূর্বে প্রতিমন্ত্রী ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলায় পূর্বপ্রস্তুতি ও করণীয় বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সচিব ও সিনিয়র সচিব এবং উপকূলীয় জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকদের সাথে অনলাইনে সভা করেন।

#

সেলিম/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৭৬

**শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অগ্নিবীণার প্রত্যাবর্তন**

 **-তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে) :

 শেখ হাসিনার ৪০তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্মুদ বলেছেন, শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শুধু ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুকন্যার প্রত্যাবর্তন নয়, গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অগ্নিবীণার প্রত্যাবর্তন।

 আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সংক্ষিপ্ত প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী একথা বলেন। এ সময় ব্যক্তি শেখ হাসিনাকে পৃথিবীর সবচাইতে সৎ ও কর্মঠ রাষ্ট্রনায়কদের অন্যতম হিসেবে বর্ণনা করে ড. হাছান বলেন, মাদার অভ হিউম্যানিটি, চ্যাম্পিয়ন অভ্ দ্য আর্থ হিসেবে অভিষিক্ত শেখ হাসিনা শুধু বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক নন, শুধু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নন, তিনি আজ বিশ্বের সামনে একটি অনুকরণীয় নেতৃত্বের উদাহরণ।

 ড. হাছান বলেন, ‘১৯৮১ সালের এই দিন ১৭ মে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশে পদার্পণ করেছিলেন। তখন জিয়াউর রহমান গণতন্ত্রকে বাক্সবন্দি করে মার্শাল ডেমোক্রেসি চালু করেছিল, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নির্বাসিত করে দেশে পাকিস্তানি ভাবধারা ফিরিয়ে এনেছিল। তাই ১৭ মে ১৯৮১ সালে শুধুমাত্র ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ছিল না, এদিন ছিল গণতন্ত্র এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অগ্নিবীণার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।’

 ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হবার পর বঙ্গবন্ধুকন্যা যখন বাংলাদেশে ফিরে আসার প্রত্যয় ঘোষণা করেন, তখন জিয়াউর রহমান নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। পরবর্তীতে তাঁর অর্থাৎ জননেত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়চেতা মনোভাব, তাঁর দেশে আসার প্রত্যয় ঘোষণা এবং আন্তর্জাতিক চাপের কারণে জিয়াউর রহমান তাঁকে দেশে আসতে দিতে বাধ্য হয়েছিল।’

 দুঃখ করে হাছান মাহমুদ বলেন, ‘এমনকি দেশে আসার পর জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর রক্তে ভেজা ৩২ নম্বর বাড়িতে গিয়ে একটি মিলাদ পড়াতে চেয়েছিলেন, জিয়াউর রহমান সে অনুমতিও দেয়নি। বাধ্য হয়ে রাস্তায় শামিয়ানা টাঙিয়ে মিলাদের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এমনই জিঘাংসাপরায়ণ ছিল জিয়াউর রহমান। সেদিনের প্রবল বর্ষণে মনে হচ্ছিল, প্রকৃতি বঙ্গবন্ধুকন্যাকে কাছে পেয়ে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করছে আর মেঘের প্রচন্ড গর্জনে মনে হচ্ছিল, প্রকৃতি বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের প্রতি ধিক্কার প্রদর্শন করছে। সেদিন আমরা সেøাগান দিয়েছিলাম- ঝড়-বৃষ্টি আঁধার রাতে, শেখ হাসিনা, আমরা আছি তোমার সাথে।’

 বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে একটি সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের কথা উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ পরিচালনার জনগণের ম্যান্ডেট পেয়ে ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করার পর বাংলাদেশের মানুষকে, এই জাতিকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য, বাংলাদেশের মানুষের দুঃখদুর্দশা লাঘব করার জন্য প্রাণান্তর চেষ্টা করেছেন, দিন-রাত পরিশ্রম করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে প্রথম ’৫০ এর দশক থেকে বহুবছরের খাদ্যঘাটতির বাংলাদেশ আজ মানুষ ১৭ কোটি মানুষের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, কোনো কোনো বছর খাদ্যে উদ্বৃত্ত। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স¦ল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে নাম মুছে ফেলে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হয়েছে, মহান ভাষা দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজকে বিশ্বের সামনে উন্নয়নের রোলমডেল।’

 ‘আমরা কে কতটুকু শেখ হাসিনার সাথে থাকতে পেরেছি জানি না, কিন্তু গত ৩৯ বছরের পথ চলায় শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষের সাথে ছিলেন এবং আছেন’ উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘তাঁকে ১৯ বার হত্যার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। কোটালিপাড়ায় ৭৬ কেজি বোমা পুঁতে, ১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রামে পাখি শিকার করার মতো মানুষ শিকার করে, ২০০৪ সালে ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বৃষ্টির মতো গ্রেনেড ছুঁড়েও তাঁকে হত্যার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে।’

 বারবার মৃত্যুর উপত্যকা থেকে ফিরে এসেও মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ হাসিনা বিচলিত হন নাই, দ্বিধান্বিত হন নাই, বরং আরো দীপ্তপদভারে বাংলাদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের কাফেলাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে বলেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৭৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর :  ১৭৭৫

**জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক মমতাজ বেগমের মৃত্যুতে**

**মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে):

 জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক মমতাজ বেগম এডভোকেট এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

 অধ্যাপক মমতাজ বেগম ছিলেন জাতীয় পরিষদের সদস্য (এমএনএ), স্বাধীন বাংলাদেশের গণপরিষদের সদস্য (এমসিএ) এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্য।

 আজ এক শোকবার্তায় মন্ত্রী বলেন, অধ্যাপক মমতাজ বেগম শুধু একজন সফল রাজনীতিবিদই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সফল সংগঠক এবং আলোকিত মানুষ। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং সমাজে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক মমতাজ বেগম এর অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

 শোকবার্তায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

 এছাড়া আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, পরিবেশ মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন, ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ মরহুমার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

#

মারুফ/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর ১৭৭৪

**দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা বিবেচনায় পাট চাষীদের সবধরনের সহায়তা করবে সরকার**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে):

 দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা বিবেচনায় পাট চাষীদের উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি পাটশিল্পের সম্প্রসারণে সবধরনের সহায়তা করবে সরকার। পাটের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ, পাট ক্রয়-বিক্রয় সহজিকরণের জন্য এসএমএস ভিত্তিক পাট ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থাকরণ, কাঁচা পাট ও বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ, পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে প্রণোদনা ও অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এসকল কার্যকর পদক্ষেপের কারণে, চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ ৭৯ কোটি ১৩ লাখ ডলার আয় করেছে। এই অংক গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ১৪ শতাংশ বেশি। আর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৭ শতাংশ বেশি। আর এর মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মত বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে চামড়াকে ছাড়িয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে নিল পাটখাত।

 আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বস্ত্র ও পাট সচিব লোকমান হোসেন মিয়া সভাপতিত্ব করেন। সভায় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবুল কালাম আজদ, আবু বকরসহ এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

 সভায় জানানো হয়, সরকার মানসম্মত পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের আওতায় ‘উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ’ শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৮ হতে মার্চ ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি দেশের ৪৬টি জেলার ২৩০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাটচাষের উন্নত কলাকৌশল সম্পর্কে চাষীগণ প্রশিক্ষিত করা এবং সর্বিকভাবে গুণগত মানসম্মত পাট ও পাটবীজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের ৩৯০ মে:টন পাট বীজ বিনামূল্যে বিতরণসহ সবধরণের সহায়তা অব্যহত রয়েছে।

 ২৬ এপ্রিল ২০২০ তারিখ থেকে এ পর্য্ন্ত বিজেএমসি’র মিলগুলোতে ১ হাজার ৫ শত ৭৪ মেট্রিক টন পাট পণ্য উৎপাদিত হয়েছে যার মূল্য প্রায় ২৭ দশমিক ৪৫ কোটি টাকা। ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখের পর থেকে এ পর্য্ন্ত আন্তর্জাতিক বাজারে ৯ হাজার ৯ শত ৫২ মেট্রিক টন পাট পণ্যের বিক্রয় আদেশ জারী করা হয়েছে যার মূল্য ৭৪ দশমিক ২৩ কোটি টাকা এবং স্থানীয় বাজারে ৯ হাজার ১ শত ৪৮ মেট্রিক টন যার মূল্য ১ শত ১৫ দশমিক ৯৭ কোটি টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ১৯০ কোটি টাকার পাট পণ্যের বিক্রয় আদেশ জারী করা হয়েছে।

 বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে তৈরি পোশাক ও বস্ত্রশিল্প খাতকে আরো শক্তিশালী, নিরাপদ ও প্রতিযোগিতাসক্ষম করে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। সরকারের এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের তৈরি পোশাক বস্ত্র শিল্পের ‘পোষক কর্তৃপক্ষ’ হিসাবে বস্ত্র অধিদপ্তর তথা বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কাজ করছে। করোনাকালীন সমসময়ে বস্ত্র অধিদপ্তর ২৯৬টি যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ ছাড়করণের সুপারিশ, ৪টি আইপি জারীর সুপারিশ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

 করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতির কারনে তাঁতিদের সম্ভাব্য ক্ষতির মূল্যায়ণ এবং এই ক্ষতি উত্তরণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ এবং তাঁতের আধুনিকায়ন প্রকল্পের আওতায় তাঁতিদের শতকরা ৫ ভাগে সুদে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ৩০০ ক্ষতিগ্রস্থ তাঁতিদেরকে তালিকা এবং ত্রান/আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

 এছাড়াও, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তিনটি ভাগে ভাগ করে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা হয়েছে।

#

সৈকত/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১৪৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৭৩

**অধ্যাপক মমতাজ বেগম এর মৃত্যুতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও সচিবের শোক**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে):

 জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক মমতাজ বেগম এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা।

 আজ এক শোক বার্তায় প্রতিমন্ত্রী মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। প্রতিমন্ত্রী জানান,“জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক মমতাজ বেগম ছিলেন একজন মহিয়সী নারী। তিনি ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি ছিলেন গণপরিষদের সদস্য ও প্রাক্তন সংসদ সদস্য। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান জাতি গৌরবের সাথে স্মরণ করবে।‘

 প্রতিমন্ত্রী আরো জানান, মহান মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্যাতিত মহিলাদের পূনর্বাসনের জন্য ‘নারী পূনর্বাসন বোর্ড’ গঠিত হলে মমতাজ বেগম সেই বোর্ডের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশে নারী আন্দোলন ও নারীর ক্ষতায়নে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। আমৃত্যু তিনি এদেশে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য কাজ করে গেছেন। তাঁর মৃত্য দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

 একই সাথে অধ্যাপক মমতাজ বেগম এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার।

 উল্লেখ্য, অধ্যাপক মমতাজ বেগম আজনিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, এক পুত্র, এক কন্যা আত্বীয়-স্বজন ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

#

আলমগীর/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৭২

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন** **দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে):

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৪০তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আমি তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। এ সময় তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা তৎকালীন পশ্চিম জার্মানীতে অবস্থান করায় তাঁরা প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু তাঁরা দেশে ফিরতে পারেননি। বাবা, মা, ভাইসহ আপনজনদের হারানো বেদনাকে বুকে ধারণ করে পরবর্তীতে ৬ বছর লন্ডন ও দিল্লীতে চরম প্রতিকূল পরিবেশে তাঁদের নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়। ১৯৮১ সালে ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি ইডেন হোটেলে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রয়োদশ জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এ ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৎকালীন নেতৃবৃন্দের এক দূরদর্শী ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। নানা উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। বৈরি আবহাওয়া সত্ত্বেও ১৯৮১ সালের ১৭ মে ঢাকা কুর্মিটোলা বিমান বন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে লাখো মানুষের ঢল নামে। সেদিন বাংলার জনগণের অকৃত্রিম ভালোবাসায় তিনি সিক্ত হন। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে সেদিন তিনি বলেন, “সব হারিয়ে আজ আপনারাই আমার আপনজন।...বাংলার মানুষের পাশে থেকে মুক্তির সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য আমি এসেছি। আওয়ামী লীগের নেতা হওয়ার জন্য আসিনি। আপনাদের বোন হিসেবে, মেয়ে হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হিসেবে আমি আপনাদের পাশে থাকতে চাই।” শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। তাঁর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে সুগম হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ।

শেখ হাসিনা দেশে ফিরে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ৯০’র গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারের পতন হয়, বিজয় হয় গণতন্ত্রের। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। এ সময় পাহাড়ি-বাঙালি দীর্ঘমেয়াদী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধে পার্বত্য শান্তিচুক্তি এবং প্রতিবেশী ভারতের সাথে গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসে এবং জনগণের কল্যাণে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করা হয়। গণতন্ত্র, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নারীর ক্ষমতায়ন, বিদ্যুৎ, তথ্যপ্রযুক্তি, গ্রামীণ অবকাঠামো, বৈদেশিক কর্মসংস্থানসহ নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করেছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি সাধারণ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জোট সরকার পুনরায় ক্ষমতায় এসে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম শুরু ও রায়ের বাস্তবায়নসহ সমুদ্রে বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভারতের সাথে দীর্ঘদিনের অমিমাংসিত স্থল সীমানা নির্ধারণ তথা ছিটমহল বিনিময় চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সরকার গণমানুষের কল্যাণে নিরলস প্রয়াস চালান। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জোট সরকার টানা তিনবার ক্ষমতায় এসে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এবং সাফল্যের সাথে সরকার পরিচালনা করছে।

চলমান পাতা/২

-২-

নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং জনকল্যাণমুখী কার্যক্রমে দেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত প্রবৃদ্ধ্বি অর্জনসহ মাথাপিছু আয় বাড়ছে, কমছে দারিদ্র্যের হার। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর মতো বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ এগিয়ে চলেছে। দেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলায় পরিণত করতে তিনি ‘ভিশন ২০২১’ ও ‘ভিশন ২০৪১’ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণে শেখ হাসিনার এসব যুগান্তকারী কর্মসূচি বিশ্বে আজ রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বতর্মানে সারাবিশ্ব করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বিপর্যস্ত। বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় শেখ হাসিনার নেতৃত্ব বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। তাঁর দৃঢ় নেতৃত্বে আমরা বাংলাদেশ থেকে করোনা নির্মূলে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ।

আমি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে সরকারের অব্যাহত সাফল্যসহ তাঁর নিজের ও পরিবারের সকল সদস্যের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, সুখ-সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১৩৩০ ঘণ্টা

Handout Number : 1771

**Md. Mustafizur Rahman appointed Permanent Representative**

**to the United Nations Offices in Geneva**

Dhaka, 17 May :

 The Government has decided to appoint Md. Mustafizur Rahman, current High Commissioner of Bangladesh to Singapore, as the next Permanent Representative of Bangladesh to the United Nations Offices and other International Organizations in Geneva.

 Rahman is a career foreign service officer belonging to 11th batch of Bangladesh Civil Service (BCS) Foreign Affairs cadre. In his distinguished diplomatic career, he served in various capacities in Bangladesh Missions in Paris, New York, Geneva and Kolkata. He also worked as the Deputy Permanent Representative of Bangladesh to the United Nations in New York. At the headquarters, he served in various capacities primarily in the United Nations Wing.

 High Commissioner Rahman is a medical graduate from Sir Salimulah Medical College, Dhaka. He also obtained a Post-Graduate Diploma in International Relations and Diplomacy from the International Institute of Public Administration in Paris, France and a Masters in Public International Law from the University of London, UK. He is married and blessed with two children.

#

EP wing/Khadiza/Anasuya/Zashim/Asma/2020/1240 hours

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৭৭০

**ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সরকার**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে):

 করোনা ভাইরাসের মতো দুর্যোগে সারাদেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সরকার। এ পর্যন্ত সারা দেশে এক কোটিরও বেশি পরিবারের প্রায় পাঁচ কোটি মানুষকে ত্রাণ সহায়তা দিয়েছে সরকার।

 ৬৪ জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৬ মে পর্যন্ত সারাদেশে চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক লাখ ৬২ হাজার ৮১৭ মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ২৭ হাজার ৬৯৮ মেট্রিক টন। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ১ কোটি ১২ লাখ ২৫ হাজার ২২০ টি এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৯৯ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৯১ জন।

 ত্রাণ হিসেবে শিশুখাদ্য সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে প্রায় সাড়ে ৯১ কোটি টাকা। এরমধ্যে নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭২ কোটি ৩৩ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে ৫৭ কোটি ৩৩ লাখ ১৬ হাজার ৮৩৬ টাকা। শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ ১৯ কোটি ১৪ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ১৪ কোটি ৫৩ লাখ ২০ হাজার ৯৪৮ টাকা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।

#

সেলিম/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ১৭৬৯

**ডিজিটাল পদ্ধতিতে ১৮ মে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন করবে জাতীয় জাদুঘর**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে):

 করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) এর বৈশ্বিক মহামারির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে এর বিস্তার রোধে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবার ভিন্ন আঙ্গিকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ১৮ মে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন করবে। এ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

 বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত ডিজিটাল কর্মসূচির মধ্যে থাকছে জাদুঘরের ওয়েবসাইটে ([www.bangladeshmuseum.gov.bd](http://www.bangladeshmuseum.gov.bd/)) দু'টি বিশেষ ই-ক্রোড়পত্র প্রকাশ। একটি ই-ক্রোড়পত্রে থাকছে জন্মশতবর্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের স্মারক হিসেবে জাতীয় জাদুঘরে সংগৃহীত জাতির পিতার স্মৃতি নিদর্শনের আলোকচিত্র। অন্য ই-ক্রোড়পত্রে থাকছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অভ্‌ ট্রাস্টিজের সভাপতি ও মহাপরিচালকের শুভেচ্ছা বাণী এবং জাদুঘরের মহাপরিচালকের লেখা জাদুঘর বিষয়ক প্রবন্ধ।

 জাদুঘরসমূহের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'International Council of Museums (ICOM)' দিবসটি পালন উপলক্ষে এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'Museum for Equality: Diversity and Inclusion' অর্থাৎ 'সাম্যের জন্য জাদুঘর: বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তি'।

 আগ্রহী নাগরিকগণ ঘরে বসেই দু'টি বিশেষ ই-ক্রোড়পত্র ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভার্চুয়াল গ্যালারি ([www.vt.bnm.org.bd](http://www.vt.bnm.org.bd/)) পরিদর্শন করে নিজেকে জাদুঘরের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারবেন।

#

ফয়সল/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ১৭৬৮

**আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে):

দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’ সামান্য উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে একই এলাকায় (১১.৫০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬.১০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) অবস্থান করছে। এটি আজ সকাল ৬ টায় (১৭ মে ২০২০ইং তারিখ) চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ১৩৪৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ১২৮০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিমে, মংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ১২৭৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে ১২৫৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছিল। এটি আরো ঘণীভূত হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৫৪ কিঃ মিঃ এর মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ৬২ কিঃ মিঃ যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ৮৮ কিঃ মিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় সাগর খুবই বিক্ষুব্ধ রয়েছে।

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে ২ (দুই) নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে ৪ (চার) নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে এবং সেই সাথে গভীর সাগরে বিচরণ না করতে বলা হয়েছে।

#

তাসমীন/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৭৬৭

**পেশাদারিত্বের সাথে সমন্বিত উদ্যোগে এগুলে যে কোন কাজে সাফল্য নিশ্চিত**

 **- নসরুল হামিদ**

ঢাকা, ৩ জ্যৈষ্ঠ (১৭ মে):

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, পেশাদারিত্বের সাথে সমন্বিত উদ্যোগে এগুলে যে কোন কাজে সাফল্য নিশ্চিত। সুশাসনের প্রতি রাজনৈতিক অঙ্গীকার দায়বদ্ধ থাকলে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার তা আবার প্রমাণ করলো। তাঁর সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি বহির্বিশ্বে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করেছে।

 প্রতিমন্ত্রী ১৬ মে রাতে তাঁর বাসভবন থেকে অনলাইনে ডাকসু ল এন্ড পলিটিক্স রিভিউ আয়োজিত ‘নাইকো আর্বিট্রেশন ২০২০-রাজনৈতিক ও বিচারিক ইতিহাস এবং ভবিষ্যৎ (NIKO Arbitration 2020: Political & Judicial Antecedents and Aftermath)’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রামাণিক তথ্যসহ একাগ্রচিত্তে কাজ করলে অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করা যায়। বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সালিশি আদালতে (ইকসিড) প্রমাণ করা গেছে যে, ছাতক গ্যাসক্ষেত্র বিস্ফোরণের জন্য নাইকোই দায়ী।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বিএনপি-জামাত সরকারের আমলে গ্যাস ফিল্ড ও বাংলাদেশের অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে যদি দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘন ফুট গ্যাস পেতাম তবে তা আমাদের অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখতে পারতো। এটা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি।

 উল্লেখ্য যে, ২০০৩ সালে নাইকো-বাপেক্স যৌথ উদ্যোগে একটি চুক্তির মাধ্যমে ছাতক গ্যাসক্ষেত্রটি উন্নয়নের দায়িত্ব পায় নাইকো। ২০০৫ সালে ৭ জানুয়ারি ছাতক গ্যাসক্ষেত্রে নাইকো খনন কার্যক্রম পরিচালনার সময় বিস্ফোরণ ঘটে যা ঐ গ্যাস ক্ষেত্র ও তার সন্নিহিত এলাকার পরিবেশ ও জনজীবনের ব্যাপক ক্ষতি হয়। নাইকো, ২০১০ সালে ছাতক গ্যাসক্ষেত্রে বিস্ফোরণের জন্য তারা দায়ী নয় মর্মে ঘোষণা চেয়ে এবং গ্যাস বিক্রয়ের অর্থ দাবি করে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সালিশি আদালত (ইকসিড)-এ দুটি সালিশি মোকাদ্দমা দায়ের করে।

 দশ বছরের সুদীর্ঘ জটিল আইনী প্রক্রিয়া শেষে ইকসিড ট্রাইব্যুনাল ২০০৫ সালের বিস্ফোরণের জন্য যৌথ উদ্যোগ চুক্তির অধীন শর্তসমূহ ভঙ্গের জন্য নাইকোকে দায়ী করে তাদের অভিযুক্ত করে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে এক যুগান্তকারী রায় প্রদান করে । নাইকো দক্ষতার সাথে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারায়, যৌথ বিনিয়োগ চুক্তির শর্ত না মানায় এবং পেট্টোলিয়াম শিল্পের আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই এই বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে বলে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল রায় প্রদান করে।

 সরকার বিশেষজ্ঞদের অভিমত নিয়ে ২৫ মার্চ ২০১৬ তারিখে বাপেক্সের জন্য ১১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও বাংলাদেশের জন্য ৮৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নাইকোর কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়ে ইকসিড-এ দাবি উত্থাপন করেছে। রায়ে নাইকোর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ক্ষতিপূরণ ছাড়াও জনসাধারণের পুনর্বাসন, বিস্ফোরণের ফলে জনসাধারণের স্বাস্থ্যহানি, ভূমির ক্ষতিসহ পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ চেয়ে ইকসিড-এ দাবি উত্থাপন করার নির্দেশনা রয়েছে।

 ডাকসু ল এন্ড পলিটিক্স রিভিউ–এর প্রধান সম্পাদক মোঃ আজহার উদ্দিন ভূঁইয়া ও ডাকসুর আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শাহরিমা তানজিন অর্নির সঞ্চালনায় অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন নাইকো আর্বিট্রেশন মামলার আইনজীবী ব্যারিস্টার মঈন গণি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ রুমানা ইসলাম।

#

আসলাম/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১১৪০ ঘণ্টা